সংগীত পিয়াসীর রজত জয়ন্তী

তালবাদ্যের প্রবাদ প্রতীম ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলি, সঙ্গীত জগতের যিনি সকলের প্রিয় নটুবাবু, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত পিয়াসীর ২৫ বছর উপলক্ষে নবীন প্রতিভা সমন্বয়ে চারদিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরটি রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ হলো বিগত ১১ই থেকে ১৪ই আগস্ট। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব বিজয় কিচলু। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় শিল্পী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অরুণ ভাদুড়ি, আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কুমার বসু, রশিদ খাঁসহ বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা চারজন নেপথ্য কারিগরকে। এরপর মূল অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মধুমিতা সাহা। পরিবেশিত হয় রাগ পুরিয়া কল্যাণ। সুরেলা, জোরালো জোয়ারি সমৃদ্ধ কণ্ঠ। পুরানো বন্দিশি চালে ভালই গাইলেন মধুমিতা। পরিমিত সরগম ও বোলতানে সম্পূর্ণ জাতির সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগের মেজাজটি সুন্দর ফুটে উঠেছিল। দ্রুত তিনতাল অংশে ছোট ছোট সরগম এবং আকারে তানে বন্দিশটি ভরে তুলেছিলেন। পরিশেষে ভজন 'জননী রামলখন' গেয়ে তিনি আসর শেষ করেন। শিল্পীকে তালবাদ্যে যোগ্য সঙ্গত করেছেন সমর সাহা এবং হারমোনিয়ামে অনির্বাণ চক্রবর্তী। প্রথম দিনের দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন সরোদিয়া আমান আলি খান। পরিবেশিত রাগশ্রী। সামান্য আওচার। এরপর দশমাত্রায় গৎকারি বেশ জমে উঠেছিল বোলকারি, তানকারি এবং লয়ের দক্ষ প্রয়োগে। তার সপ্তকে সংহত বিচরণ রাগের মাধুর্যকে বাড়িয়েছে। দ্রুত ত্রিতালে বেশ কিছু জটিল বিস্তার ও তান করেছেন অনন্য স্বতঃস্ফূর্ততায়। তালে যোগ্য সঙ্গত করেছেন তন্ময় বসু। সহজ ন্যূনতায় অসামান্য প্রকাশ তাঁর বাজনা। তাঁর সঙ্গত ছিল সৃজনশীল বর্ণের মিতবাগ্মিতায় উজ্জ্বল। এ এক অকপট অনুধ্যান। ভারি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। প্রথমদিনের শেষ শিল্পী ছিলেন তালবাদ্যে আক্রম খান। ত্রিতালে তিনি আসর শুরু করেন। বাঁয়ার কাজের আধিক্য ছিল তাঁর বাজনার বিশেষ দিক। ছন্দ বিন্যাস, টুকরো এবং লয়কারী শ্রোতাদের বাহবা পেয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের আসর শুরু হয় ওঙ্কার দাদরকারের রাগশ্রী 'গাবনের' মধ্য দিয়ে। উভয় সম্পূর্ণ জাতির সান্ধ্যকালীন রাগটি শুরু করলেন বিলম্বিত তিলওয়াড়ায়। তাঁর কণ্ঠের স্বর আদায় মসৃণ এবং রাগের রূপও বড় হতে বেশ ভাল খুলেছিল। শিল্পীর অন্তরের বিস্তারটিও ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন। মধ্যলয় শুরু হলে তিনি বেশ কিছু দ্রুত তান গাইতে থাকেন। একতান এবং তিনতালে বড় মাত্রার বোলতান ছিল প্রশংসনীয়। শিল্পী তালবাদ্যে যোগ্যসঙ্গত করেছেন সুরঞ্জন দেশপাণ্ডে এবং হারমোনিয়ামে প্রদীপ পালিত। পরের শিল্পী ইমদাদ খানী ঘরানার অনুপমা ভাগবত সেতারে আসর শুরু করেন শ্যামকল্যাণ বাজিয়ে। কামোদ, সারং এবং কল্যাণের মিশ্রণে নির্মিত এই রাগ। আলাপ পর্বে মূলস্বরগুলি নিয়ে শিল্পীর উজ্জ্বল মসৃণ সঞ্চালনা সত্যিই বাহবা যোগ্য। জোড় পর্বে তান ও গমক এবং কাঠামোগত দৃঢ়তায় গায়কি অঙ্গের তানকারির বৈচিত্র শ্রোতাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। ঝালার পর্বও উত্তম। শিল্পীকে তবলায় সঙ্গত করেছেন অরূপ চট্টোপাধ্যায়। পরের শিল্পী রুচিরা পান্ডা আসর শুরু করলেন 'ধুরিয়া মল্লার' গেয়ে। আন্তরিক মনোজ্ঞ পরিবেশন। তাঁর অন্তরার বিস্তার যে কোন পাকা গাইয়েকেও হার মানিয়ে দেবে। বিলম্বিত পর্বে বিস্তারের কাজে সুর ও বাড়তের লাবণ্য ও ওজস্বিতা ছিল উল্লেখ করার মতো। দ্রুতপর্বের তানকারিও বেশ জমজমাট হয়েছিল। রুচিরা পান্ডাকে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেছিলেন অনির্বাণ চক্রবর্তী তালে বিভাস সাংঘাই। দ্বিতীয় দিনের শেষ শিল্পী ছিলেন শুভ মহারাজ। বেনারস ঘরানার এই তবলা বাদক আসর শুরু করেন ত্রিতালের মাধ্যমে। বেনারস ঘরানার যা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ বাদনের বলিষ্ঠতা, বাঁয়ার কাজের প্রাধান্য। টুকরো ব্যবহারে ঝোঁক সবই তাঁর বাজনায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বাজনার বিশেষ দিক ছিল পাখোয়াজ বাদনের বোল ও শৈলীর মিশ্রণ।

তৃতীয় দিনের আসরে একসঙ্গে এই প্রজন্মের এতজন শিল্পীর অনুষ্ঠান শুনতে পাওয়া অবশ্যই এক বিরল প্রাপ্তি, তবে তৃতীয় দিনের অনেক আসর মনে হয়েছে বিপুল বিস্তারে পথ ভ্রষ্ট এবং কিছু ক্ষেত্রে তেল ও জলের মিশ্রণ। তবে দ্বৈত বেহালা বাদন এবং এস শেখরের মৃদঙ্গম এবং বিক্রম ঘোষের তালবাদ্য শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে।

শেষ দিনের আসর শুরু হয় আহমেদ আব্বাস খানের সানাই বাদনের মধ্য দিয়ে, পরিবেশিত রাগ মধুবন্তী। খাড়া স্বরের কাটা কাটা স্বল্প দমের বাজনা। প্রথম থেকেই তালে ভারি চমৎকার আসর ভরে নিয়েছিলেন রূপক মিত্র। আহমেদ আব্বাস বিস্তার পর্বে বেশ কিছু আলি আহমেদ হোসেনের রসদ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করলেন বটে কিন্তু বড় তানে পাওয়া গেল না। রূপক ও চমৎকার ছোট ছোট টুকরো ও কাজ দিয়ে শূন্যস্থানপূরণ করে নিয়েছিলেন। এরপর সরোদে পার্থসারথি পরিবেশন করেন মিঞা কি মল্লার। তাঁর পনেরো মিনিটের আলাপচারিতে গমক লপেট এবং একহারা তানের মাধ্যমে প্রণবাচক পদের প্রস্তার করেছিলেন। জোড় তিনতালে অসাধারণ লড়ন্ত ও বোলঅঙ্কের তানজোড়া ছিল তাঁর বাজনার বিশেষ দিক, পরে 'দেশ' এ জোড় ও ঝালা ও ছিল সৃষ্টিসত্তার নিপুণ প্রকাশ। তালে শিল্পীকে উৎসাহিত করেছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়। এরপর আসর জমে উঠে কৌশিকী চক্রবর্তীর 'মেঘ' রাগের মধ্য দিয়ে। তাঁর গান শুনে যা অনুভূত হয়, অনাবিল মুক্ততায় হৃদয় ভরায়। তা হলো – তাঁর গান যেন পূর্ব পরিকল্পিত ভাবনার রূপায়ণ নয়। গাইতে গাইতেই যেন রাগের পূর্ণতা। নিপুণ পদ প্রস্তার, অসাধারণ তানকারি এবং অতি তার সপ্তকে বার বার ষড়জ ছুঁয়ে আসা, সরগম সবই ছিল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো অনায়াস। মনে হয়েছে অতীতের সীমানা ছাড়িয়ে সাম্প্রতিক বিবর্তনের আশ্চর্য ক্যানভাস। একটি কাজরীও গাইলেন। সার্বিক অনুষ্ঠানটি ছিল পূর্ণতায় দীপ্ত। আর এক কণ্ঠ শিল্পী সন্দীপন সমাজপতি পরিবেশন করেন রাগ 'প্রথাসিদ্ধ চলন। সরগাম তানকারি ভালোই হয়েছে তবে তাতে আও বৈচিত্র্য কাম্য ছিল। এ কারণে মধ্য অংশটি একটু গতানুগতিক হয়ে গেলে তিনি সময়মত সরগম ও বোলতান গেয়ে আসর জমিয়ে ফেলেন। দ্বিতীয় পর্বে লম্বা তান, জমজমা দক্ষতার সঙ্গে সন্দীপন পরিবেশন করেছিলেন। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে দুরন্ত সঙ্গত করেছেন হিরন্ময় মিত্র এবং তালে সৌমিত্রজিৎ চ্যাটার্জি। শুভঙ্কর ব্যানার্জির তবলা লহরা দর্শকদের ভালো লেগেছে। মিশ্র রীতির বাজনা, বহু ঘরানের টুকরো, চপক, তর্জনী ও মধ্যমার কাজের আধিক্য, কাণির সুঠাম ব্যবহার, ক্ষুদ্র অলংকরণ ছিল তাঁর বাজনার বিশেষ দিক। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে নাগমা রেখেছিলেন কৃষ্ণ মুহদকর। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন কত্থক নৃত্যকার বিশাল কৃষ্ণ। তাঁর নৃত্যের ছন্দে অভিব্যক্তি প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। আমদ, পরণ ও গৎ পর্বে তাঁর মুদ্রা এবং পদ সঞ্চালন ছিল প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আঙ্গিক করণ ও সমৃদ্ধ ভাবব্যক্তির সূক্ষ্মতা, চারুতা রস রঞ্জনা সংক্ষিপ্ত আকারে চমৎকার পরিবেশিত হয়েছে।

সঙ্গীত পিয়াসী এবার বহু প্রতিভাকে বৃত্তি প্রদান করে উৎসাহিত করেছে। মঞ্চ সঞ্চালনার ক্ষেত্রে দেবাশিস বসু, স্বপ্না দে ও দীপন পাল খুবই শ্রুতি মধুর ও সংবেদনশীল।

■ সুরেন মুখোপাধ্যায়